ওসমানী মেডিকেলে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সিলেটে হামে আক্রান্ত হয়ে একজন এবং হামের উপসর্গ নিয়ে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, হামের উপসর্গ নিয়ে নতুন করে ৬৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

রবিবার সকালে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (পিআইসিইউ) সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরের দেড় বছর বয়সী শিশু ওয়াজিহার মৃত্যু হয়। এ ছাড়া, সকাল ৯টা ১০ মিনিটে একই হাসপাতালের পিআইসিইউতে সিলেটের গোলাপগঞ্জের আট মাস বয়সী শিশু তাহা মারা যায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উমর রাশেদ মুনির। তিনি জানান, জগন্নাথপুরের দেড় বছর বয়সী শিশু ওয়াজিহাকে ২১ এপ্রিল রাত ৯টার দিকে পিআইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছিল। প্রথমে তাকে সিলেটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়, পরে শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে এবং তারপরে ওসমানী মেডিক্যালের পিআইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। তার হামের সন্দেহ করা হচ্ছিল, সঙ্গে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, হার্ট ফেইলিওর এবং সার্জিক্যাল এমফিসেমাও ছিল। শিশু তাহা হার্ট ফেইলিওর, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া আক্রান্ত ছিল। হামের উপসর্গ নিয়ে তাকে ২৪ এপ্রিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আরও দুই জন রোগীও আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে আছেন বলে জানান হাসপাতালের পরিচালক। এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে নতুন করে ৬৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে ১৯০ জন বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। সবচেয়ে বেশি সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে ১০৭ জন রোগী ভর্তি রয়েছেন।

নিখোঁজের ৬ দিন পর কিশোর উদ্ধার, প্রতারকদের ৭ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি

চট্টগ্রামে নিখোঁজ হওয়া এক কিশোরকে ছয়দিন পর উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত শনিবার রাত ১০টার দিকে নগরের রেলস্টেশন এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। এদিকে, নিখোঁজের ঘটনার সুযোগ নিয়ে একে অপহরণ দাবি করে ওই কিশোরের পরিবারের কাছে সাত লাখ টাকা মুক্তিপণ চেয়েছে একটি প্রতারক চক্র।

উদ্ধার হওয়া কিশোরের নাম মুহিন (১৫)। সে কর্ণফুলী উপজেলার চরলক্ষ্যা ইউনিয়নের বাসিন্দা। সে নগরের কালামিয়া বাজার এলাকায় গাড়ির গ্যারেজে কাজ করতো।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মুহিন গত ১৯ এপ্রিল সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয়। এ ঘটনায় পরিবার কর্ণফুলী থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে। এদিকে, মুহিন নিখোঁজের পর পরিবারের সদস্যদের কাছে একাধিক মোবাইল ফোন নম্বর থেকে কল আসে। ফোনে ওই কিশোরকে অপহরণ করা হয়েছে দাবি করে সাত লাখ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়। একপর্যায়ে টাকার পরিমাণ দুই হাজার ২০০ টাকায় নেমে আসে। মুহিনের মামা মোজ্জামেল হোসেন বলেন, অভিমান করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় মুহিন। পরে নগরের ভেড়া মার্কেট এলাকায় কয়েক দিন ঘোরাঘুরির পর রেলস্টেশন-সংলগ্ন একটি কুলিং কর্নারে অবস্থান নেয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার নিখোঁজের খবর ছড়িয়ে পড়ার সুযোগে একটি প্রতারক চক্র পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এমনকি ফোনে এক কিশোরের কণ্ঠস্বরও শোনানো হয়। কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীনুর আলম বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় কিশোরের অবস্থান শনাক্ত করা হয়। পরে থানা ও গোয়েন্দা পুলিশের যৌথ অভিযানে তাকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

তিনি জানান, মুক্তিপণ দাবির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত চলছে।

হারিয়েছে

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী খিতিশ (৪৮), পিতা: শ্যামল চন্দ্র সরকার, মাতা: জয়মালা, জাতীয় পরিচয় পত্র নং: ৬৪৪৩৪২৯৭৯৭ ঠিকানা (স্থায়ী)-এ ৯৬, গ্রাম কালামপুর, থানা-কালিয়াকৈর, জেলা -গাজীপুর। আমার ছেলের ডকুমেন্ট হারিয়েছে। নিম্নে আমার ছেলের ডকুমেন্ট এর বিবরণ: নম্বরপত্র (মার্কশীট) ও রেজিস্টেশন কার্ড, এডমিট কার্ড (প্রবেশ পত্র)। যাহার নামঃ দীপ সরকার, রেজিষ্টেশন নং -২২১০৫১৯০৬৫,শিক্ষাবর্ষ-২০২৩-২০২৪,প্রতিষ্ঠানের নাম: খালপাড় পল্লীমঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রেণী - এস এস সি, বিভাগ/গ্রুপ - বিজনেস স্টাডিজ।

এবিষয়ে কালিয়াকৈর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করা হয়েছে যাহার জিডি নং -২০০৬, তারিখ - ২৬.০৪.২৬ ইং, মোবাইল নম্বর - ০১৭০৬৫৮১৫৩১

মানবিক- দুর্যোগ সহায়তা সমন্বয়ে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা জোরদারে এফবিসিসিআই-ইউএন ওচা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি

বাংলাদেশে মানবিক ও দুর্যোগ সহায়তা কার্যক্রমে প্রাইভেট সেক্টর খাতের অবদান আরও কার্যকরভাবে সমন্বয় ও জোরদার করার লক্ষ্যে আজ ইউনাইটেড নেশনস হাউস, বাংলাদেশে জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় সংস্থা (ইউএন ওচা) -এর ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড আউটরিচ ডিভিশনের পরিচালক মিস লিসা ডাউটেন এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) -এর মধ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উল্লেখ করা হয় যে, এশিয়ায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমার ইউএন ওচা এর অগ্রাধিকারভুক্ত দেশ। ইউএন ওচা সেন্ট্রাল ইমার্জেন্সি রেসপন্স ফান্ড (সিইআরএফ), কান্ট্রি-বেইজড পুলড ফান্ড এবং হিউম্যানিটারিয়ান রেসপন্স প্ল্যান (এইচআরপি)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সমন্বয় কাঠামো পরিচালনার মাধ্যমে সময়োপযোগী, প্রয়োজনভিত্তিক ও নীতিনির্ভর মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করে আসছে।

বৈঠকে এফবিসিসিআই -এর "কানেক্টিং বিজনেস ইনিশিয়েটিভ (সিবিআই)"এর ২২তম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিও প্রশংসিত হয়। ইউএন ওচা ও ইউএনডিপি'র যৌথ এই প্ল্যাটফর্মটি দুর্যোগের আগে, চলাকালীন ও পরবর্তী সময়ে বেসরকারি খাতের কৌশলগত সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে। আলোচনায় এফবিসিসিআই সদস্যদের চলমান দুর্যোগ মোকাবিলা ও সহনশীলতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম তুলে ধরা হয় এবং বেসরকারি খাত, সরকার ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মধ্যে আরও কার্যকর সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। বিশেষ করে লজিস্টিকস, সাপ্লাই চেইন, অর্থায়ন ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতাকে আরও সমন্বিতভাবে ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া এফবিসিসিআই ও ইউএন ওচা -এর মধ্যে কাঠামোবদ্ধ সহযোগিতার বিভিন্ন সুযোগ নিয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে রয়েছে মানবিক সমন্বয় ব্যবস্থার ওপর যৌথ প্রশিক্ষণ (যেমন: ক্লাস্টার সিস্টেম, হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিম, সমন্বয় প্রক্রিয়া ও নীতিমালা), প্রাইভেট সেক্টর দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি ভিত্তিক জরুরি সমন্বয় মডেল পাইলট উদ্যোগ (দ্রুত সাড়া প্রদান, সম্পদ সংস্থান ও ব্যবসা ধারাবাহিকতা), এবং এফবিসিসিআই সেফটি কাউন্সিলকে জাতীয় ও বৈশ্বিক সমন্বয় প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্তকরণ। বৈঠকে লিঙ্গ-সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবিক কার্যক্রমের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়, বিশেষ করে নারী-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ পুনরুদ্ধার, এমএসএমই খাতের সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা সামগ্রী নিশ্চিতকরণে প্রাইভেট সেক্টর এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি এফবিসিসিআই সেফটি কাউন্সিলের অধীনে একটি প্রাইভেট সেক্টর খাতভিত্তিক মানবিক সমন্বয় প্ল্যাটফর্ম গঠনের সম্ভাবনাও বিবেচনা করা হয়, যা প্রাথমিক সমন্বয় কার্যক্রম ও যৌথ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। বৈঠকে ইউএন ওচার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মিস লিসা ডাউটেন, মিস সঞ্জনা কাজী, মিস ওয়েন্ডি কিউ, মি. ড্যানিয়েল গিলম্যান এবং মিস নিশা মাঞ্জুরান। বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সাবেক পরিচালক মিস নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, মো. আব্দুল হক, এমসিসিআই -এর সভাপতি কামরান টি. রহমান, প্রাণ আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী, সিএনজি মেশিনারিজ ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. জাকির হোসেন নয়ন, এফবিসিসিআই -এর মহাসচিব মো. আলমগীর, এফবিসিসিআই -এর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান মো. জাফর ইকবাল এনডিসি, এফবিসিসিআই সেইফটি কাউন্সিলের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবু নাঈম মো. শহিদুল্লাহ প্রমুখ। বৈঠকের শেষে উভয় পক্ষ এই মর্মে একমত হন যে, এসব উদ্যোগ একটি কাঠামোবদ্ধ অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার বাস্তব সুযোগ সৃষ্টি করে, যার মাধ্যমে এফবিসিসিআইর্ড়বিশেষত এর সেফটি কাউন্সিলড়ইউএন ওচার মানবিক সমন্বয় কার্যক্রমকে পরিপূরকভাবে সহায়তা করতে পারবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশে একটি কার্যকর ও সম্প্রসারণযোগ্য বেসরকারি খাতুমানবিক অংশীদারিত্ব মডেল গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়, যা বৈশ্বিক পর্যায়েও একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

চট্টগ্রামে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি

চট্টগ্রামে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস যথাযথভাবে উদযাপনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস। আগামী ২৮ এপ্রিল, মঙ্গলবার ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামে দিবসটি উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন ও নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ জনগণের জন্য সরকার বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা প্রদান করে থাকে।

এ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে বাংলাদেশ জাতীয় আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর প্রতি বছর ২৮ এপ্রিলকে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে।

চট্টগ্রামে দিবসটি উদযাপনের অংশ হিসেবে এ দিন জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণ থেকে সকাল ৯ টায় বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে।

র‍্যালিতে বিচার বিভাগের বিজ্ঞ বিচারকম-লী, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার এব জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সদস্যবৃন্দসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়াও, একই দিন সকাল ৯টায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের পার্কিং এলাকায় লিগ্যাল এইড মেলা অনুষ্ঠিত হবে। সকাল সাড়ে নয়টায় জেলা জজ আদালতের সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) দিবসের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সেরা প্যানেল আইনজীবীদের সম্মাননা প্রদান করা হবে।

সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও এর ব্যাপক প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে এ সব অনুষ্ঠানে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

'পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে, শিগগিরই হাম নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে'

বরিশাল প্রতিনিধি

বরিশাল জেলায় হাম রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন উপলক্ষে মাঠ পর্যায়ে মনিটরিংয়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. খোরশেদ আলম। রবিবার সকাল ১১টায় বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনে যান তিনি। এ সময় হাসপাতালের পরিচালকসহ চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন খোরশেদ আলম। পরে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। পরিদর্শনে শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'হঠাৎ করে হামের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। সারা দেশেই হামের ক্যাম্পেইন হচ্ছে। ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। খুব শিগগিরই হাম নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে বলে আমরা আশা করছি।'

অতিরিক্ত সচিব বলেন, 'আইসিইউ নিয়ে যে সমস্যা রয়েছে তা দ্রুত সমাধান হবে। আগামী বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যে সমস্যাগুলো রয়েছে তা দ্রুতই সমাধান হবে।'

এ সময় বরিশালের সিভিল সার্জন ডা. মঞ্জুর ই এলাহী, বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়াল জেনারেল ডা. মশিউল মুনীরসহ অন্য চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে অতিরিক্ত সচিব বরিশাল জেনারেল হাসপাতাল ও বরিশালের বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন।

রংপুর নগরীর সব ফিলিং স্টেশন বন্ধ, ভোর থেকে মোটরসাইকেলের দীর্ঘ লাইন

রংপুর প্রতিনিধি

বিভাগীয় নগরী রংপুরের ২২টি ফিলিং স্টেশনের সবগুলো বন্ধ। তিনটিতে তেল দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেওয়ার পর ভোর থেকে সেখানে মোটরসাইকেল আর প্রাইভেটকারের দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে। তবে কখন তেল দেওয়া হবে তা ফিলিং স্টেশনগুলোর কর্মচারীরা বলতে পারছেন না। ফলে অনিশ্চয়তার মধ্যে অপেক্ষা করছেন গ্রাহকরা।

এদিকে, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করার পরে এখনও রেশনিং পদ্ধতিতে ডিপো থেকে চাহিদার অর্ধেক জ্বালানি সরবরাহ করায় গ্রাহকরা তেল পাচ্ছেন না বলে জানা গেছে। এ ছাড়া, নগরীর সব ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি দেওয়া হচ্ছে না, সেখানেও রেশনিং পদ্ধতি এখনও বহাল রাখা রাখা হয়েছে। ফলে দু-তিন দিন পরপর একেকটা ফিলিং স্টেশনকে চাহিদার অর্ধেক জ্বালানি সরবরাহ করা হচ্ছে বলে ফিলিং স্টেশনগুলোর অভিযোগ।

রবিবার সকালে রংপুর নগরীর বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে ঘুরে দেখা গেছে, নগরীর ধাপ এলাকায় সিটি ফিলিং স্টেশনের সামনে মোটরসাইকেল আর প্রাইভেটকারের দীর্ঘ লাইন। মোটরসাইকেল চালকরা বলছেন, ফজরের আজানের পরপরই তারা ফিলিং স্টেশনে লাইন ধরে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কিছুই বলছে না কখন তেল দেবে। তবে দুটি ট্যাংক লরি ওই ফিলিং স্টেশনে দেখা গেলো। ওই ফিলিং স্টেশনে সকাল ৯টায় মোটরসাইকেলের লাইন দীর্ঘ হতে হতে প্রায় এক কিলোমিটার ছাড়িয়ে গেছে। মোটরসাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করা নগরীর সিও বাজার এলাকার বাসিন্দা রাহমান জানান, তিন-চারটি ফিলিং স্টেশন ঘুরে বন্ধ পাওয়ায় সিটি ফিলিং স্টেশনে এসেছেন ভোর ৬টায়। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠারে চাকরি করেন পীরগঞ্জ উপজেলায়। আশা করেছিলেন ৯টার মধ্যে তেল পেলে কর্মস্থলে যাবেন, কিন্তু দুপুরে না বিকালে, কখন পাবেন তাও বুঝতে পারছেন না।' এভাবে অপেক্ষায় রেখে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। পীরগাছায় বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করা সাহেব উদ্দিন বললেন, প্রতিদিন রংপুর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে পীরগাছায় যান। তার তেল দরকার প্রতিদিন কমপক্ষে দুই লিটার। এখন পাঁচ লিটার তেল দেওয়া হয়, যা দিয়ে দুই দিন চলে। ফলে দুই দিন পর পর তাকে এভাবে ভোরবেলা বের হয়ে ফিলিং স্টেশনে অপেক্ষা করতে হয়। ফলে অনেক দিন দেরিতে অফিসে যেতে হয়।তিনি প্রশ্ন করে বলেন, 'সরকার বলে, পর্যাপ্ত তেল আছে, তাহলে রেশনিং পদ্ধতি কেন? সব পাম্পে প্রতিদিন জ্বালানি তেল দেওয়া হলে তো সমস্যা থাকে না। আসলে সরকার পুরো ঘটনা বলে না, এভাবে আমাদের তেল দেওয়ার নামে হয়রানি আর কতদিন চলবে?' এদিকে, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির পর আগে ডিপো থেকে রেশনিং পদ্ধতিতে যে জ্বালানি দেওয়া হতো এখন তা আরও কমিয়ে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ফিলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষের। এ ব্যাপারে নর্দান ফিলিং স্টেশনের সহকারী ম্যানেজার রিপন বলেন, 'এখনও রেশনিং পদ্ধতিতে ৬ হাজার লিটারের স্থলে ৩ হাজার লিটার জ্বালানি দেওয়ায় আমরা চাহিদা পূরণ করতে পারছি না। আর সব ফিলিং স্টেশনে প্রতিদিন তেল দেওয়া হলে মানুষের এমন হয়রানির শিকার হতে হতো না।'

রামেক হাসপাতালে সাড়ে ৬ মাস ধরে বন্ধ জলাতঙ্ক টিকা সরবরাহ

রাজশাহী প্রতিনিধি

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে সাড়ে ছয় মাস ধরে বন্ধ রয়েছে সরকারিভাবে জলাতঙ্কের টিকা সরবরাহ। এ সময়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রহ করে রোগীদের টিকা দিয়েছে। তবে কিছুদিন ধরে সেটিও বন্ধ আছে। ফলে চিকিৎসা প্রত্যাশীরা হাসপাতালে এসে ফিরে যাচ্ছেন।

জানা গেছে, হাসপাতালটিতে প্রতিদিন গড়ে ২৭০ থেকে ২৮০ জন রোগী জলাতঙ্কের টিকা নেন। সে হিসাবে রোগীদের জন্য প্রতি মাসে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার টিকা প্রয়োজন হয়। বর্তমানে টিকা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে রোগীরা। রামেক হাসপাতালে এসে জলাতঙ্কের টিকা না পেয়ে রোগীর স্বজন রাশেদ রিপন বলেন, 'হাসপাতালে গিয়ে জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন পাইনি। আমাদের মতো অনেকে ফিরে গেছেন। পরে নগরীর লক্ষ্মীপুরে কয়েকটি ফার্মেসিতে

পাওয়া যাচ্ছে জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন। একেকটির দাম ধরা হচ্ছে ৪৮০ টাকা। এটা ভাগাভাগি করে দেওয়া যাবে। সেখানে খরচ কম হবে। কিন্তু আমরা কেন ভ্যাকসিন কিনবো। এটা তো সরকারিভাবে হাসপাতালে সরবরাহ করার কথা। অনেকে ফ্রি ভ্যাকসিন নিতে এসে দেখছেন ভ্যাকসিন নেই। পরে তারা বাইরের ফার্মেসি থেকে কিনে নিচ্ছেন।'

সঞ্জয় রায় নামে এক রোগী বলেন, 'আমাকে কুকুরে কামড় দিয়েছিল। স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছিলাম, কিন্তু ডাক্তার বলেছে, দ্রুত জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন নিতে হবে। হাসপাতালে এসে দেখি ভ্যাকসিনই নেই। এখন খুব ভয় লাগছে-এই রোগ হলে তো বাঁচার উপায় নেই।'

বাঁধন হোসেন নামে আরেক রোগী বলেন, 'হাসপাতালে এসে জানতে পারলাম জলাতঙ্কের কোনও ভ্যাকসিন নেই। এটা খুবই দুঃখজনক। একটা প্রাণঘাতী রোগের ভ্যাকসিন যদি হাসপাতালে না থাকে, তাহলে আমরা কোথায় যাবো? বাধ্য হয়ে বাইরে খুঁজতে হচ্ছে, কিন্তু সব জায়গায় পাচ্ছিও না, একটা দোকানে পেলাম।'

রামেক হাসপাতালের মুখপাত্র শংকর কে বিশ্বাস বলেন, 'সাড়ে ছয় মাস ধরে সরকারিভাবে একেবারে সরবরাহ নেই। এর মধ্যে আমরা স্থানীয়ভাবে কিনে বিনামূল্যে রোগীদের সরবরাহ করেছি। তবে কিছুদিন থেকে সেটাও দিতে পারেনি। তবে আগামী দুই-তিনের মধ্যে স্থানীয়ভাবে ফান্ড সংগ্রহ করে রোগীদের বিনামূল্যে এই ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করবো। এ নিয়ে পরিচালকের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে।'

তিনি জানান, রোগীদের ভালো সেবা দেওয়ার জন্য তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকারিভাবে টিকা আসলে আরও ভালোভাবে সরবরাহ করতে পারবেন।

সাজিদ হত্যা মামলার আসামি অনিক গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম নগরের চকবাজার থানার এক্সেসরোড সংলগ্ন মৌসুমী আবাসিক এলাকায় আটতলা ভবন থেকে ফেলে কলেজছাত্র আশফাক কবির সাজিদ হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি অনিক দাসকে (২০) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গতকাল রোববার র‍্যাবের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত ২৪ এপ্রিল চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার সরকারহাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অনিক এই মামলার এজাহারভুক্ত ২ নম্বর আসামি। র‍্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) এ আর এম মোজাফ্ফর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

সাজিদ হত্যা মামলায় অভিযোগ করা হয়, গত ১২ এপ্রিল বিকেলে নগরীর চকবাজারের ডিসি রোড শিশু কবরস্থান এলাকায় একটি টং দোকানের সামনে বসে কথা বলছিলেন সাজিদ ও তার বন্ধু ফারদিন হাসান। এমন সময় আইমন, অনিক, রানা প্রকাশ মাইকেল রানা, ইলিয়াস, এনায়েত উল্লাহ এবং মিসকাতুল কায়েসসহ ৫/৬ জন ভয়ভীতি দেখিয়ে তাকে নিয়ে যেতে চায়। সেখান থেকে পালিয়ে সাজিদ প্রাণে বাঁচার জন্য দৌড়ে মৌসুমি আবাসিক এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনের ৮ম তলায় প্রবেশ করে প্রধান গেট আটকে দেয়। এ সময় দুর্বৃত্তরা ভবনের ওপর উঠে সাজিদকে এলোপাতাড়ি মারধর করে এবং আহত অবস্থায় ভবনের ৮ম তলার লিফটের খালি জায়গা দিয়ে নিচে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। গুরুতর অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় চকবাজার থানায় পরদিন হত্যা মামলা দায়ের করেন নিহতের বাবা আবুল হাসেম শিকদার। সাজিদ হত্যার ঘটনায় ভবনের দারোয়ানসহ এখন পর্যন্ত ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিহত আশফাক কবির সাজিদ কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার বাসিন্দা। তিনি চট্টগ্রামের বিএএফ শাহীন কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। পড়াশোনার জন্য নগরের ডিসি রোড এলাকায় একটি বাসায় ভাড়া থাকতেন।

বরগুনায় ১ হাজার ১৬০ লিটার জ্বালানি তেল জব্দ

বরগুনা প্রতিনিধি

জেলায় মজুতকৃত ১ হাজার ১৬০ লিটার জ্বালানি জব্দ করেছে কোস্টগার্ড। গত শনিবার রাত ৯ টার দিকে বরগুনার পাথরঘাটা থানাধীন মাছের খাল বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে এ সব জ্বালানি তেল জব্দ করা হয়।

কোস্টগার্ড গার্ড সূত্রে জানা গেছে, পাথরঘাটা থানাধীন মাছের খাল বাজার সংলগ্ন এলাকায় কোস্টগার্ড স্টেশন পাথরঘাটা কর্তৃক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালীন সময়ে ১টি দোকানে তল্লাশি চালিয়ে মজুতকৃত ১ লাখ ৫৮ হাজার ৯০০ টাকা মূল্যের ১ হাজার ২৬০ লিটার জ্বালানি তেল (ডিজেল, পেট্রোল ও অকটেন) জব্দ করা হয়।

পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাপস পাল মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া মজুত ও বিক্রয়ের দায়ে ওই দোকানের মালিককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে জব্দকৃত জ্বালানি তেল সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করার নির্দেশ প্রদান করেন।

'শিক্ষকের মতো থাকেন, না হলে কান বরাবর পড়বে', অধ্যাপককে ছাত্রদল নেতা

রাজশাহী প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আমিরুল ইসলাম কনককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাবি শাখা ছাত্রদলের এক নেতার বিরুদ্ধে। ছাত্র উপদেষ্টার একটি ফেসবুক পোস্টের মন্তব্যে ওই নেতা লিখেছেন, 'শিক্ষক শিক্ষকের মতো থাকেন, না হলে কান বরাবর পড়বে।' গতকাল শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওই মন্তব্যের স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়ার পর ক্যাম্পাসজুড়ে তীব্র সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতার নাম শরিফুল ইসলাম। তিনি রাবি শাখা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি এবং নৃবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। তার বাড়ি বগুড়া জেলায়। অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম কনক-ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক। শুক্রবার ড. আমিরুল ইসলাম কনক নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট কনক পিকে থেকে দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, 'শকুনিমুক্ত করতে দেড় হাজার প্রাণ ঝরলো, ত্রিশ হাজার আহত হলো। কারও নেই জীবন গড়ার পরিকল্পনা। চলছে নেড়িকুত্তা আর শুকরের কামড়াকামড়ি।' এই পোস্টের কমেন্ট বক্সে ছাত্রদল নেতা শরীফুল ইসলাম লিখেছেন, 'শিক্ষক শিক্ষকের মতো থাকেন, না হলে কান বরাবর পড়বে।'

মন্তব্যটি মুহূর্তেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। অনেক শিক্ষার্থী এ ধরনের মন্তব্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে উল্লেখ করে এর নিন্দা জানান এবং সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার দাবি তোলেন। এ বিষয়ে রাকসুর বিতর্ক ও সাহিত্যবিষয়ক সম্পাদক ইমরান লস্কর বলেন, 'কনক স্যার জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অগ্রসরমান নায়ক। অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে; ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে যার অবস্থান সদা অবিচল। সে মানুষটাকে আজ সরকারি ক্ষমতাধর পাতিনেতাগুলো প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে। এরাই আবার স্কুল শিক্ষককে জুতা পেটা করছে। আশ্চর্য। এমন দিনও দেখতে হচ্ছে।' এ বিষয়ে ছাত্র উপদেষ্টা ড. আমিরুল ইসলাম কনক বলেন, 'পোস্টটি আমি ডিলিট করে দিয়েছি। কারণ আমিতো তাকে চিনি না বা জানি না কোনও সংগঠন করে কিনা। সে আচমকা এমন একটা মন্তব্য করলো। পরে শুভাকাঙ্ক্ষীরা পরামর্শ দিলেন পোস্টটি সরিয়ে নেওয়ার জন্য। এজন্য আমি সরিয়ে নিয়েছি।' এ ঘটনায় কোনও আইনি ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমিতো তাকে চিনি না। সে কমেন্ট করার পরে আবার কিছুটা পরিবর্তন করেছে।

পরে দেখলাম সে মিথ্যা কথা বলে অভ্যস্ত এবং ন্যূনতম ভদ্রতার মাপ নেই। আর আমি কাল সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম। তার সঙ্গে আমার একটু কথা হলে ভালো হতো। এভাবে ব্যক্তি আক্রমন করার কোনও কারণ থাকতে পারে। আজ ক্যাম্পাসে যে সময়টুকু ছিলাম, তার সঙ্গে দেখাও হয়নি। পরে চিন্তা করলাম বিষয়টা খুবই সিলি।'

তিনি আরও বলেন, 'এরকম একটা অস্বস্তিকর বিষয়। আমি খুবই বিরক্ত হয়েছি। কোনও ছাত্র কখনও অন্তত আমার সঙ্গে এরকম ভাষা ব্যবহার করবে না, আমার একটা বিশ্বাস ছিল। এখন সে আদৌ ছাত্র কিনা তার পরিচয়টাও জানতাম না। পরে এখন শুনছি সে একটা ছাত্র সংগঠন করে।' নিজের মন্তব্যটি করা ঠিক হয়নি বলে মন্তব্য করছেন অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতা শরিফুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'আমি প্রথমে ওনার পোস্টে মন্তব্য করেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন একের পর এক মব হচ্ছিল তখন প্রশাসনে বসে কি করছিলেন। উনি রিপ্লাইয়ে মন্তব্য করেন, তোর মতো ভেড়াকে ঘাস খাওয়াচ্ছি। এরপর আমি আমার ওই মন্তব্যটি করেছিলাম। এরপর উনি আমাকে ব্লক করে দিয়ে নিজের কমেন্টটা ডিলিট করে দিয়ে আমার কমেন্টগুলো রেখে ফ্রেমিং করা শুরু করে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের বিভাগে টগর মো. সালেহ নামে একজন ছাত্রলীগের নেতা ছিল। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তখনই ছাত্রলীগের এসব নেতাদের আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিলেন উনি। যেহেতু আমি হাসিনাবিরোধী আন্দোলনে মাঠে ছিলাম, আমাকে ধরে নিয়ে বঙ্গবন্ধু হলের ২৩৭ নাম্বার নির্যাতন করে। বিপ্লব নামে একজন ছিল। তাকেও আমার পেছনে লেলিয়ে দেয়। আর রাবি ছাত্রলীগের বর্তমান সেক্রেটারি গালিবের সঙ্গে তো ওনার মাখামাখি সম্পর্ক। সব মিলিয়ে তার ডাবল স্টান্ডার্ড অবস্থান। উনি আমার বিশ্ববিদ্যালয় লাইফটা জাহান্নাম করে ফেলেছিলেন। এরপরও আমি আমার কথাটা জাস্টিফাই করছি না। আমার মন্তব্যটি সঠিক হয়েছে বলে মনে করছি না।'

কাস্টমস কর্মকর্তা 'খুন', রহস্য উদঘাটনে মাঠে ৫ বাহিনী

কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লায় কাস্টমস কর্মকর্তা বুলেট বৈরাগী হত্যাকাণ্ড রহস্য উদঘাটনে পুলিশ ও গোয়েন্দাসহ পাঁচটি বাহিনী কাজ করছে। পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাব, ডিবি, সিআইডি এবং পিবিআই যৌথভাবে তদন্ত চালাচ্ছে।

চাঞ্চল্যকর এ হত্যাকাণ্ডের ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও জড়িতদের শনাক্ত করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তবে পুলিশ বলছে, ঘটনার ছায়া তদন্ত চলছে। একজন সরকারি কর্মকর্তার এমন হত্যাকাণ্ডে জনমনে ক্ষোভ ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় শনিবার (২৫ এপ্রিল) রাতে সদর দক্ষিণ মডেল থানায় অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন নিহত বুলেট বৈরাগীর মা নীলিমা বৈরাগী।

জানা গেছে, শুক্রবার রাতে চট্টগ্রামে একটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষ করে বাসায় ফেরার পথে কুমিল্লা নগরীতে প্রবেশের পর দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত হন বুলেট বৈরাগী। পরদিন শনিবার সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কোটবাড়ী এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

রোববার (২৬ এপ্রিল) দুপুরে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে মরদেহ কুমিল্লা নগরীর ধর্মসাগরপাড় এলাকার কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট কার্যালয়ের সামনে নেওয়া হলে স্বজনদের কান্নায় শোকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

কাস্টমস কমিশনার আবদুল মান্নান সরদার বলেন, ঘটনা জানার পর থেকে আমরা পুলিশের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছি। পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ঘটনাতদন্ত করছে।

তিনি বলেন, আমাদের সহকর্মীর এ অকাল মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। কাস্টমস বিভাগ সব সময় তার পরিবারের পাশে থাকবে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বুলেট বৈরাগীর বাড়ি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ৪১তম বিসিএস নন-ক্যাডার পদে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। দেড় বছর আগে তার চাকরি হয়। গত ১১ এপ্রিল বিভাগীয় সরকারি প্রশিক্ষণের উদ্দেশে তিনি চট্টগ্রামে যান।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
Office of the Executive Engineer, RHD
Road Division, Barishal.
Tel: 02-478831254
e-mail: barisalrd@gmail.com

Memo No. 35.01.0651.403.07.019.25-1404 Dated: 26/04/2026

Invitation for e-Tender (LTM)

e-Tender is invited in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the works mentioned in the table below:-

Invitation Reference No.	79/e-GP/RES/BRD/LTM/2025-26
Tender ID	1264882
Name of Works	Repair, Plaster, corrugated galvanized iron sheet and Painting work shade near Executive Engineer's bungalow Barishal under Barishal Road Division during the year 2025-2026.
Qualification Criteria	As Stated in Tender Notice & Tender Data Sheet (TDS) of the Tender Document.
Tender Document Price	Tk. 500.00 (five hundred) only.
Tender security Amount	Tk. 9,000.00 (nine thousand) only.
Tender Document last selling	Date: 05 May 2026, Time: 17:00
Last Date and Time for Tender Security Submission	Date: 06 May 2026, Time: 11:00
Tender Closing Date and Time	Date: 06 May 2026, Time: 12:00
Tender Opening Date and Time	Date: 06 May 2026, Time: 12:00

* This is an online tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP Portal and no offline/hard copies will be accepted.
* To submit e-Tender, registration in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required.
* The fees for downloading the e-Tender Documents from the National e-GP System Portal have to be deposited online through any registered Bank branch.
* Further information and guidelines are available in the National e-GP System Portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

26.04.26
(Md. Nazmul Islam)
ID No. 602232
Executive Engineer, RHD
Road Division, Barishal.

জিএড নং-২১০/২৬, ৫´x৩/ক.